অমর
চিত্র
কথা
আলাদ্দীন
আর তার পিদিম
নং ৪ ৭৫ পয়সা

ইণ্ডিয়া বুক হাউস, ২৪৯, ডাঃ দাদাভাই নওরোজি রোড, বোম্বাই-১ এর পক্ষে এবং ডাঃ সুরেন্দ্র সিং সানধু কর্তৃক সবিতর্কা ফাইন আর্টস লিথো ওয়ার্কস, মালভলী, পুণা জেলা থেকে মুদ্রিত। কপিরাইট—অক্টোবর ১৯৬৬ -গিল্‌বার্টন কোম্পানী, (ইনকরপো), ১০১, ফিফথ এভিন্যু, নিউ ইয়র্ক ৩, ইউ. এস. এ। অনুবাদ সংস্করণ আমেরিও পাব্লিশিং করপোরেশানের (নিউ ইয়র্ক) সহযোগিতায়।

পরামর্শদাতাঃ অনন্ত পাই

অনুবাদকঃ প্রেমেন্দ্র মিত্র

আলাদ্দীন
আর তার পিদিম
B

অনেক কাল আগে বহুদূরের এক দেশে এক বিধবা মা তাঁর ছেলে আলাদ্দীনকে নিয়ে থাকতেন।
একদিন আফ্রিকার এক যাদুকর আলাদ্দীনকে খেলতে দেখল।
এই ছেলেটিকে দিয়েই আমার কাজ হবে মনে হচ্ছে!
পাড়া পড়শীদের কাছে জিজ্ঞাসা করে ধূর্ত যাদুকর আলাদ্দীনের কথা জেনে নিল। তার পরের দিন...
লক্ষ্মী ভাইপো আমার! মরা ভাইএর ছেলে! কাকার বুকে এসো!
কাকা!
হতভম্ব আলাদ্দীন যাদুকরকে বাড়ি নিয়ে গেল।
মা, ইনি বলছেন যে ইনি আমার বাবার ভাই।
আমার স্বামীর মুখে কখনো ভাই এর কথাতো শুনিনি।
শুনুন, বউঠান আমি বুঝিয়ে বলছি...

ধড়িবাজ যাদুকর খানিকক্ষনের মধ্যেই আলোদ্দীন আর তার মাকে বশ করে ফেললো!
তোমাদের আমি বড়লোক করে দেবো। একটা দোকান কিনবো আর এই ছেলেকে মস্ত সদাগর করে তুলবো।
পরের দিন আলোদ্দীন যাদুকরের সঙ্গে বেড়াতে গেলে।
আমার কথা মতো কাজ করলে ঐ প্রাসাদে যারা থাকে তাদের মতো বড়লোক হতে পারবে।
খানিক বাদে তারা নির্জন প্রান্তরে গিয়ে পৌঁছলো।
কিছু কাঠ পুড়িয়ে আগুন জ্বালা যাক।
আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠতেই আলোদ্দীন অবাক হয়ে শুনলো ...
আব্রাকাডাব্রা! খালিবুর! বিজবুরা!

তখন তার চোখের সামনে মাটি দুফাঁক হয়ে গেল।
এখন যা বলেছি, কর। আংটাটা ধরে ঐ পাথরটা তোলে।
কিন্তু অত ভারী আমি তুলবো কি করে?
তুমি তুলতে পারবে, এই আমার হুকুম!
বাঃ, এত খুব খোলা!
এইবার গর্তটায় তোমায় নেমে যেতে হবে। যা বলেছি তা করলে এত বড়লোক হবে যা কখনো কল্পনাও করনি।
মন দিয়ে শোন। ঐ দরজার ওপারে বিরাট একটা হল, তাতে তিনটি ঘর। সেখানে তুমি কিছু ছোঁবেনা।

কয়েক মিনিট বাদে আলাদীন এক বিরাট শ্বেত পাথরের হলের মধ্যে গিয়ে পৌঁছলে। তার চারিদিকে অলঙ্কার, মনি মুক্তোর ছড়াছড়ি।

তিনটি ঘর সে পার হয়ে গেল। তারপর...

কাকা নিশ্চই এই বাগানের কথাই বলেছিলেন।

আর এই প্রদীপটাই চেয়েছেন।

না, হাতটা বাড়িয়ে আমায় উঠিয়ে নাও।

না, আগে আমায় পিদিমটা দিতে হবে।

কিন্তু আলাদীন যাদুকরের কথা শুনলো না। তাতে বদ লোকটা এত রেগে গেল যে...

সে কিছু বোঝার আগেই বদ্ধ গুহার অন্ধকার আলাদীনকে চেপে ধরলো।

আমার কি হবে? এখানে তো বাঁচবো না। হয়ত প্রার্থনা করলে ...

যে ... যেই হও তুমি ... দোহাই আমাকে বাইরে পৌঁছে দাও।

প্রার্থনার জন্যে দুহাত জোড় করতেই যাদুকরের দেওয়া আংটিটা ঘষে ফেললো। হঠাৎ ...
কি চাও? আমি ঐ আংটির যখ। আংটি যার হাতে থাকে, আমি তার দাস।

মুখ থেকে কথাটা খসতে না খসতেই ...
আমি মুক্ত! আমি এখন গুহার বাইরে। সত্যি, এটা যাদুর আংটি!

বাড়িতে ফিরেই আলোদ্দীন তার মাকে অদ্ভুত ব্যাপারটা শোনালো।

এই পিদিমটা বিক্রী করে হয়ত খাবার পয়সা পেতে পারি!

আগে এটা মাজি তাতে বেশী দাম পাওয়া যেতে পারে।

আলোদ্দীনের মা মিহি বালি আর জল দিয়ে পিদিমটা খুব ভালো করতে ঘষতে শুরু করলেন। তখন ...

কি তুমি চাও? আমি ঐ পিদিমের যখ। পিদিমটা যার হাতে থাকে আমি তার গোলাম।

আমার খিদে পেয়েছে। কিছু খাবার নিয়ে এসো।

ভয় পেয়োনা মা, এখন থেকে আমাদের আর খাবার ভাবনা থাকবে না।
যখের এনে দেওয়া সোনা রূপো বেচে আলোদ্দীন আর তার মার অভাব ঘুচে গেল। কিন্তু আগেও যেমন তেমনি সাদা সিধে চালই তারা বজায় রাখলো। বড়লোক হবার চেষ্টা করলো না।
কয়েক বছর কেটে গেল ...
সুলতানের হুকুম সবাই দোকান বন্ধ করে বাড়ীর ভেতর থাকবে। শাহজাদী বুদ্দির আলে বুদ্দুর তাঁর সখীদের নিয়ে স্নানে যাবেন।
শুনেছি শাহজাদী পৃথিবীর সব চেয়ে সেরা সুন্দরী। তাকে দেখতে হবে।

প্রানের মায়া না করে আলাদীন শাহজাদী যেখানে স্নান করতে যান তার দরজার কাছে লুকিয়ে রইলো।
পরে নিজের বাড়িতে...
তোমায় কেমন অদ্ভুত দেখাচ্ছে! যখ কি তোমায় যাদু করেছে?
যখ নয় মা, আমায় যাদু করেছে শাহজাদী বুদ্দির আলে বুদ্দুর। সুলতানের কাছে তাকে বিয়ে করার অনুমতি চাইবো।
আলাদীনের মা তখন সুলতানের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন।
অনেকক্ষণ আপনি অপেক্ষা করছেন। কি চান আপনি?
না, না, বাবা। এমন কাজ কোরোনা। সুলতান কখনো অনুমতি দেবেন না।
হয়ত দেবেন। যখকে দিয়ে আনিয়ে হীরে জহরত উপহার দিয়ে চোখ ধাঁধিয়ে দিতে পারি।

অধীনের স্পর্ধাকে ক্ষমা করবেন জাঁহাপনা। আমার ছেলে আপনার মেয়েকে দেখে মুগ্ধ। সে আপনাকে এই উপহার পাঠিয়েছে। সে শাহজাদীকে বিয়ে করতে চায়!
আমার মেয়েকে বিয়ে করবে! অসম্ভব!
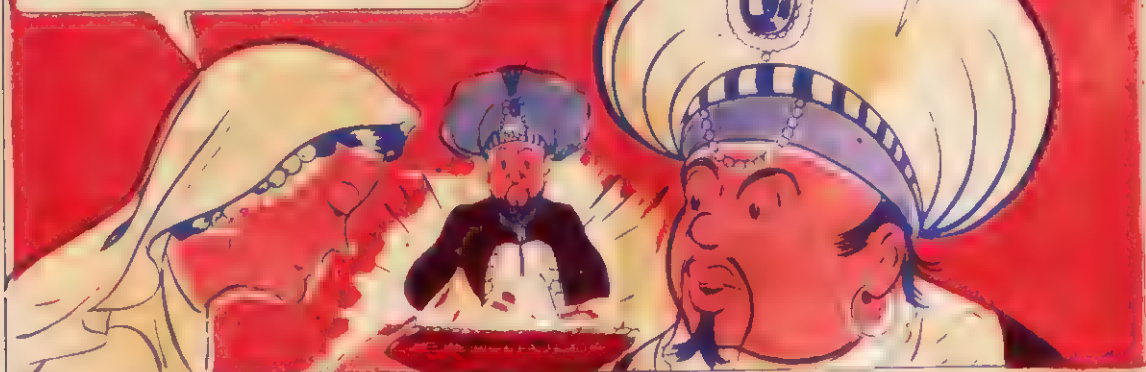
কিন্তু হীরে জহরতগুলো দেখার পর ...
আশ্চর্য! এত সুন্দর কোন কিছু কখনো আমি দেখিনি। শাহজাদীর উপযুক্ত উপহারই বটে!
কিন্তু এই আলোদ্দীন কে? তার কি আরো ধন দৌলত আছে?
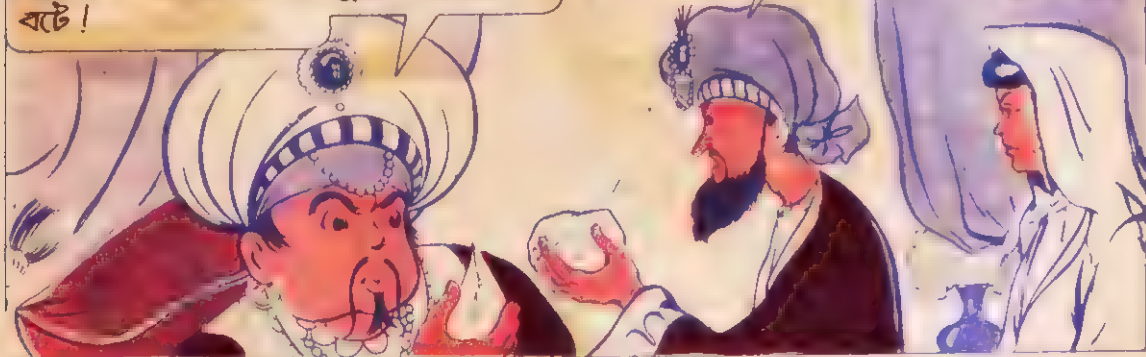
আমরা দেখছি! আপনার ছেলেকে বলবেন চল্লিশটি সোনার থালায় এই রকম হীরে জহরত বোঝাই করে পাঠালে সে আমার মেয়েকে বিয়ে করতে পারবে।

পরের দিন সূর্য ওঠার আগেই...

একেবারেই অবিশ্বাস্য! যা চেয়েছি পুরো একটা দিন না কাটতেই আমার সামনে হাজির! কোথায় এই আলেদ্দীন? এখনই তাকে আসতে বলো।

আলেদ্দীনের মা এ খবর দিতে বাড়ি ছুটলেন।

আলেদ্দীন তৈরী হয়ে দেখা করতে গেলে। সাদা ঘোড়ায় চড়ে সুলতানের প্রাসাদে সে কি ঘটা করে যাওয়া!

এসো এসো বাবা, আমার মেয়েকে বিয়ে করার সত্যিই তুমি যোগ্য!
জাঁহাপনা, শাহজাদীকে বিয়ে করার আগে আপনার প্রাসাদের কাছেই তাঁর উপযুক্ত প্রাসাদ বানানোর অনুমতি দিন।
আলাদীন বাড়ি ফিরতেই ...
কি চাই বলুন ?
শাহজাদীকে বরন করার যোগ্য প্রাসাদ বানিয়ে দাও!
যখ তখ্খুনি গিয়ে আর সেই ইচ্ছা পূর্ণ করলো।

বিয়ের পর শাহজাদী তাঁর নতুন প্রাসাদে গেলেন।

আলোদ্দীনের মা সেখানে রানীমার মতো সাজে তাঁর ছেলের বৌকে বরন করে নিলেন।

আর সুলতান ...

চমৎকার! আলোদ্দীন, তুমি আমাকে দুনিয়ার সব চেয়ে সুখী করেছ।

আমার চেয়ে নয় জাঁহাপনা!

তারপর কয়েক বছর শাহজাদা আলোদ্দীন আর তার স্ত্রী তাদের দয়া মায়ায় রাজ্যের সকলের প্রিয় হয়ে উঠলো।

কিন্তু একদিন আফ্রিকায় ...
সেই আলোদীন ছেলেটার কি হল ভাবছি। এই যাদুর কাগজ বলে দেবে। কি? গুহা থেকে পালিয়ে সে শাহজাদা হয়েছে?

তৎক্ষণাৎ আফ্রিকার যাদুকর ভেল্কিবাজিতে আলোদীনের প্রাসাদে গিয়ে উপস্থিত হল!
ঠিক ত! পিদিমের যখই হতভাগা ছেলেটার জন্যে এ সব করেছে। আচ্ছা, সব বরবাদ করে দিচ্ছি!

তারপর ...
তোমার মনিব আলোদীনের সঙ্গে কথা বলতে চাই!
শাহজাদা শিকারে গেছেন। এখন পাঁচদিন ফিরবেন না!

ভালই হল! এবার আব্রাকাডাব্রা, বলতো, গোলোপ লতা পিদিমটা আলোদীনের কাছে, না এই প্রাসাদে?
প্রাসাদে

কিছু পরে...
গোটাবারো ঝকঝকে তামার পিদিম আমার চাই।
এই যে নিন।

তারপর...
পুরোনোর বদলে নতুন পিদিম কে নেবে?
পুরোনোর বদলে নতুন পিদিম দেবার কথা কে কবে শুনেছে?
লোকটা নিশ্চয় পাগল।

প্রাসাদে তখন...

বুড়ো লোকটা কে? সবাই হাসাহাসি করছে কেন? যাও দেখে এসো। আমরাও হয়ত মজা পেতে পারি।

বুড়োটা পাগল শাহজাদী! পুরোনোর বদলে ঝকঝকে নতুন পিদিম বিলোচ্ছে!
ওমা! কি বোকা, দাঁড়াও মজা করার একটা বুদ্ধি মাথায় এসেছে!

শাহজাদা আলোদীনের ঘরে তাকের ওপর একটা পুরোনো পিদিম আছে। তার জায়গায় একটা নতুন পেলে তিনি নিশ্চয়ই খুশী হবেন।

আর তারপর ...
বুড়ো, এটার বদলে একটা নতুন পিদিম দাও।
এই নাও, একেবারে নতুন আর ঝকঝকে।

বুড়োটা খ্যাপা, সত্যি, পুরোনো একটা পিদিমের বদলে নতুন দিল! আলোদীন অবাক হবে!

ইতিমধ্যে...
যা চাই পেয়েছি! এসব তোমরা নিতে পারো!

একলা হওয়া মাত্র পাজী যাদুকরটা তার পিদিমটা ঘষলো।
কি চান আপনি ? যার হাতে পিদিম, আমি তার গোলাম। যা হুকুম করবেন, করবো।
হুকুম করছি আমাকে আর সব লোকজন সমেত আলোদীনের প্রাসাদটা আফ্রিকায় নিয়ে চলো!
চক্ষের নিমেষে যখ বিরাট প্রাসাদটা এক ঝটকায় শূন্য পথে আফ্রিকার এক সুদূর মরুভূমির ধারে নামিয়ে দিল!
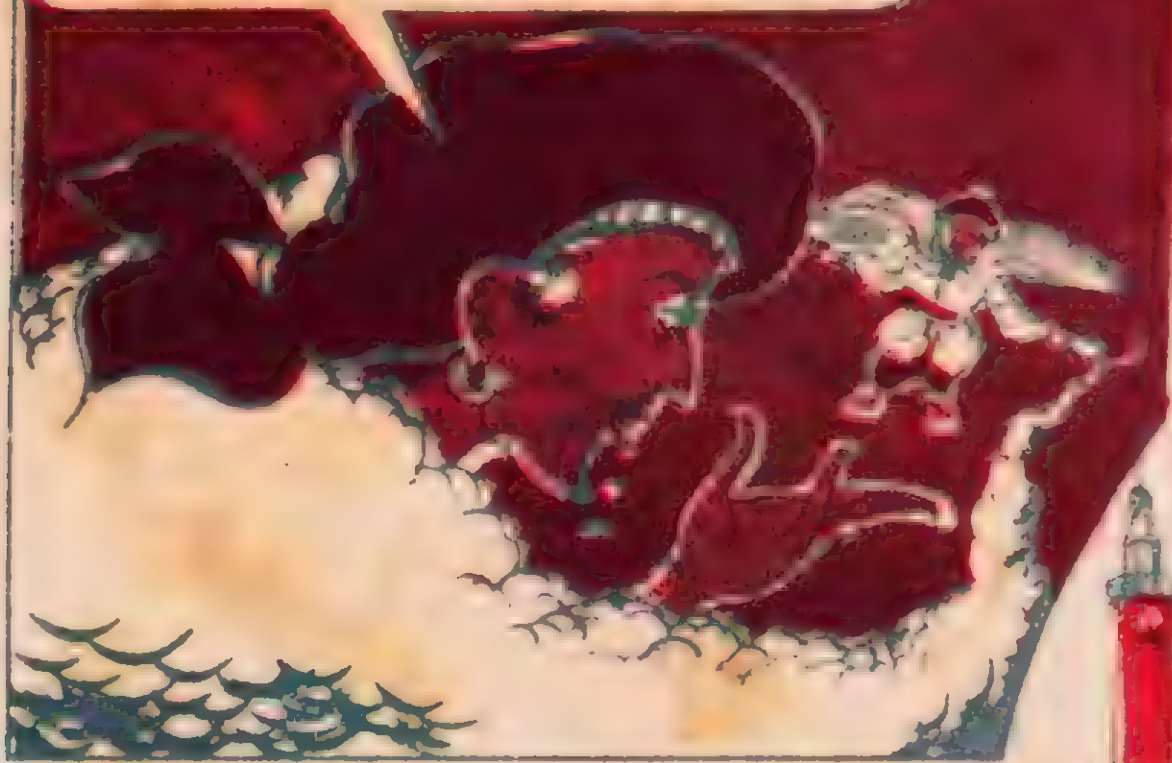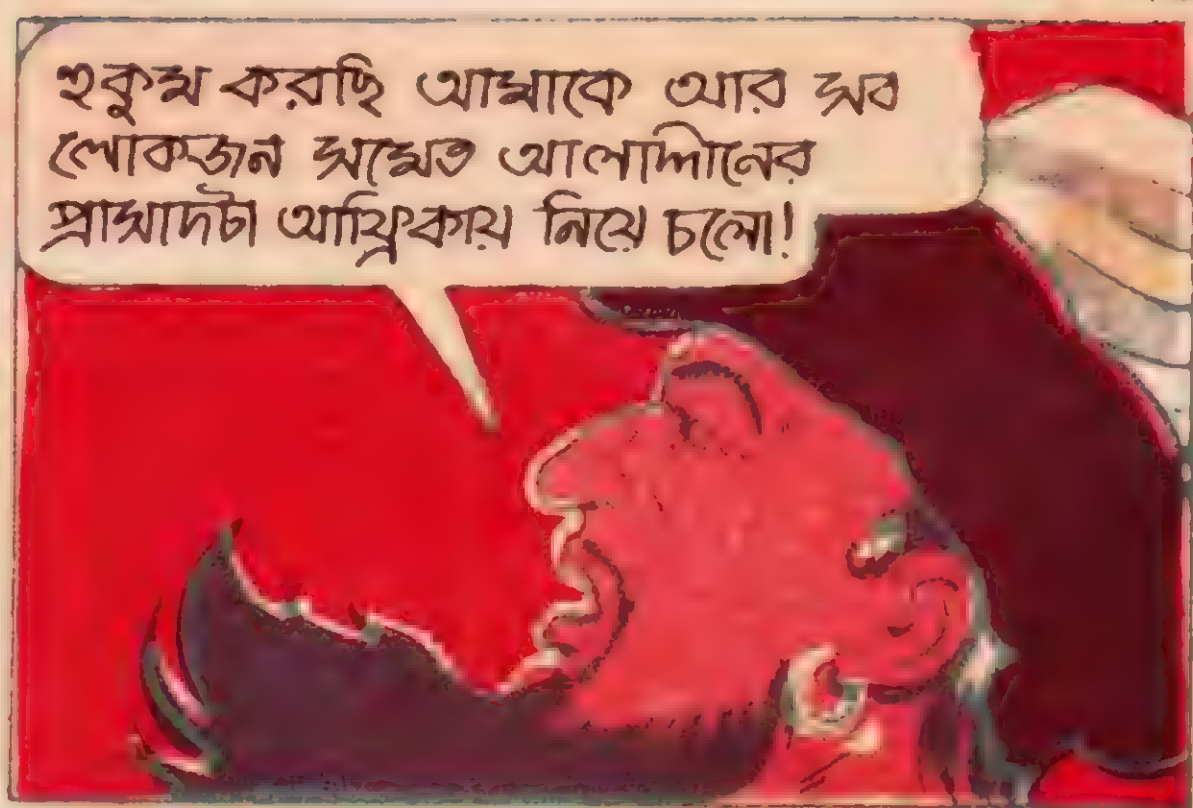
পরদিন সকালে…
আলোদীনের প্রাসাদ কই? উবে গেছে! দেখুন!
উবে গেছে! অসম্ভব!

প্রাসাদটা যে রকম ঝটপট তৈরী হয়েছিল, উবে যাওয়াটা তার চেয়ে অদ্ভুত নয়। আলোদীন হয়ত প্রাসাদটা আর আপনার মেয়েকে নিয়ে শিকারে গেছে। তাকে ধরতে পাঠানো উচিত।

তাই করা হলে অবিলম্বে…
শাহজাদা আলোদীন, আপনি বন্দী!
আমি? কি করেছি আমি?

তারপর প্রাসাদে…
ভান কোরোনা তুমি নিরপরাধ। তুমি আমার মেয়েকে চুরি করেছ।
আপনার মেয়েকে চুরি করেছি? কি করে? কখন?

তোমার প্রাসাদটা নিয়ে কি করেছ?
সেটা নেই! কিন্তু গেলে কোথায়?

তার পর ...
প্রাসাদটা খোঁজার জন্যে জাঁহাপনা চল্লিশ দিন সময় ভিক্ষা করছি!
ঠিক চল্লিশ দিন সময় দিলাম!

অপমানে জর্জরিত আলাদীন সুলতানের কাছ থেকে বেরিয়ে রাস্তার লোকদের মধ্যে ঘুরে বেড়ালো।
আমার প্রাসাদটা কেউ কি দেখেছ? সেটা কোথায় কেউ কি বলতে পারো?
শাহজাদা আলাদীন, আমরা দুঃখিত, কিছুই জানিনা আমরা।

বহুদিন ব্যর্থতার মধ্যে খোঁজার পর ...
সব হারিয়েছি আমি! আমার বাড়ি, বৌ, মা...

প্রাসাদ নড়াবার ক্ষমতা আমার নেই। আমি শুধু আংটির যখ। পিদিমের নয়।

তাহলে আংটির জোরে তোমাকে হুকুম করছি, প্রাসাদ এখন যেখানে সেখানে আমায় নিয়ে চলে।

বলতে যতক্ষণ লাগে, তারও আগে ...

অল্প সময়ের মধ্যেই শাহজাদী বুদ্দির আল বুদ্দুর আলোদ্দীনকে সমস্ত ব্যাপারটা বললেন।

তোমার কোনো দোষ নেই। পিদিমটা যে যাদুর তা তুমি জানতে না। এখন মন দিয়ে শোন, একটা মতলব ভেঁজেছি। আজ রাতে যাদুকরকে তোমার সঙ্গে খাবার নিমন্ত্রণ করবে।

যা যা করার শাহজাদীকে বলে গুপ্ত দরজা দিয়ে আলাদীন প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে গেল।

আলাদীন চায়নি কেউ তাকে চিনুক, তাই ...

এবার এক ওষুধের দোকানে ...

ইতিমধ্যে সে রাতে যাদুকর খানা খেতে এল।

শাহজাদী ও আলোদ্দীন রুদ্ধশ্বাসে পেয়ালাটা খালি হওয়া দেখলো।

এখন যখ, তুমি আবার আমার গোলাম! হুকুম করছি প্রাসাদ সমেত আমাদের স্বদেশে নিয়ে চলো।

এক নিমেষে মরুভূমির প্রান্তে শুধু ঘুমন্ত যাদুকরের দেহটা ছাড়া আর কিছুই রইলো না।

যখন সে জেগে উঠলো...
কি হয়েছে আমার? আমি কোথায়? আমি ত কিছু মনে করতে পারছি না!

আমি কে তা জানো? বলতে পারো আমি বাদশা না ফকির না সদাগর?
কিন্তু কেউ বলতে পারলো না। আর সারা জীবনে বুড়ো যাদুকর তার শয়তানী যাদুর প্যাঁচ দেখাতে পারেনি।

এমনি ভাবে আত্মীয় বন্ধু সকলের সঙ্গে আলাদীন আর তাঁর শাহজাদী যাদুতে পাওয়া তাদের সব সম্পদ সৌভাগ্য ভাগ করে ভোগ করে বহুকাল পরম সুখে শান্তিতে কাটালেন।
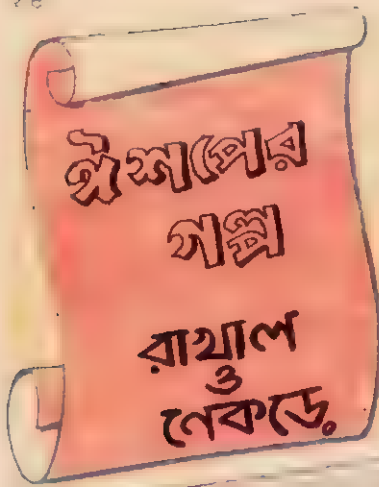
ঈশপের গল্প
রাখাল ও নেকড়ে
এক ছিল দুষ্টু রাখাল ছেলে ...
শুধু ভেড়া পাহারা দিয়ে কোন সুখ নেই। আমি একটা মজা করবো।
নেকড়ে! নেকড়ে! বাঁচাও! আমায় বাঁচাও!
ঐ ত গাঁয়ের লোকেরা আসছে! আমার কথা শুনলে ওদের মুখগুলো হবে দেখার মতন!
তোমাদের বোকা বানিয়েছি! কেমন বোকা বানিয়েছি! নেকড়ে কোথাও নেই! হাঃ! হা! হা!
এটা মজার ব্যাপার নয়। আমরা কাজের লোক! আর এমন কোরোনা!
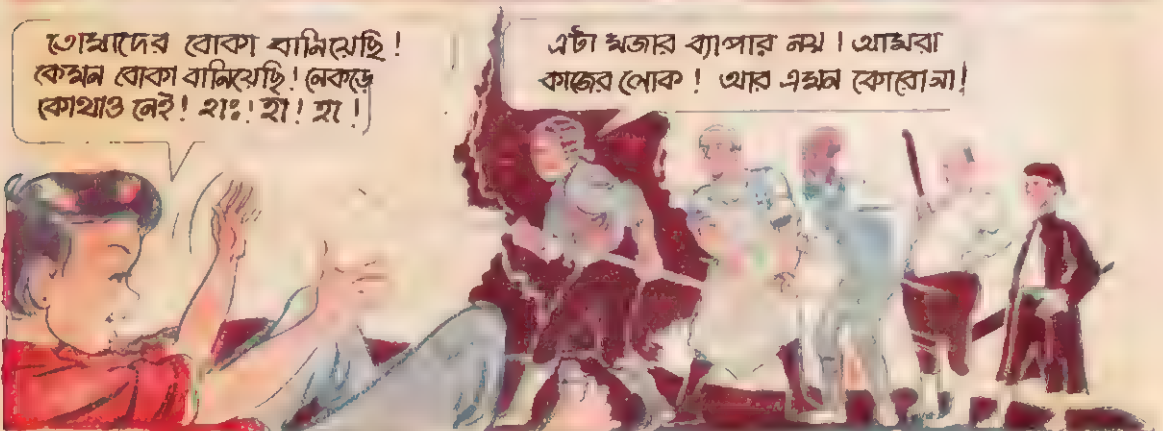
কিন্তু পরদিনই ...
নেকড়ে! নেকড়ে! আমার ভেড়া বাঁচাও!
হা! হা! বলেছিলে আর আসবে না
কিন্তু দেখ কেমন হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে আসছে।
আর কখনো এমন কোরো না!
তোমার কাছে মজা, কিন্তু আমাদের কাছে নয়!
করলে তোমার ভালো হবে না।
হো! হো! হা! হা! হা!

কিন্তু কিছু দিন বাদে এক সন্ধ্যায়...
একটা নেকড়ে আমার ভেড়া চুরি করছে!

নেকড়ে! নেকড়ে! বাঁচাও!

কিন্তু এবার কেউ তাতে কান দিল না।
নেকড়ে! সত্যি, একটা নেকড়ে এসেছে!
এবারে আর বোকা বনছি না।
চেঁচিয়ে মরুক!

ভেড়া বাঁচাবার জন্যে রাখাল ছেলেটা কিছুই করতে পারলো না।
এমনি করেই সে বুঝতে শিখল যে মিথ্যাবাদীরা সত্যি কথা বললেও কেউ তাদের বিশ্বাস করে না।
সমাপ্ত

তিমি গোষ্ঠীর মধ্যে স্পার্ম তিমিরাই সবচেয়ে বিরাট। কখনো কখনো সে তিমি চুরাশি ফুট লম্বাও হয়।
বিরাট তিমিকে আমরা সব সময়ে মাছ বলেই ভাবি। তিমি কিন্তু আসলে গরম রক্তের স্তন্যপায়ী জীব। বহু লক্ষ বছর আগে তারা স্থল চর ছিল সন্দেহ নেই।
স্পার্ম তিমি বহুদূর ডুব দিতে পারে। এক মাইল পর্যন্ত বলে কেউ কেউ। সেখানে সে খাদ্য হিসাবে অতিকায় অক্টোপাস শিকার করে।
তাদের চোয়ালের হাড় আর চর্বির জন্যে মানুষের স্পার্ম তিমি ধরার আগ্রহ খুব বেশি। এ কাজে বিপদ আছে। ল্যাজের একটি ধাক্কায় সে তিমি-ধরা নৌকো চুরমার করে দিতে পারে।
স্পার্ম তিমির মুখের হাঁ এত বড় যে সেখানে একটা দাঁড়ের নৌকো ভাসানো যায়। এক গ্রাসে সে একটা দশ ফুট লম্বা মাছ গিলতে পারে।
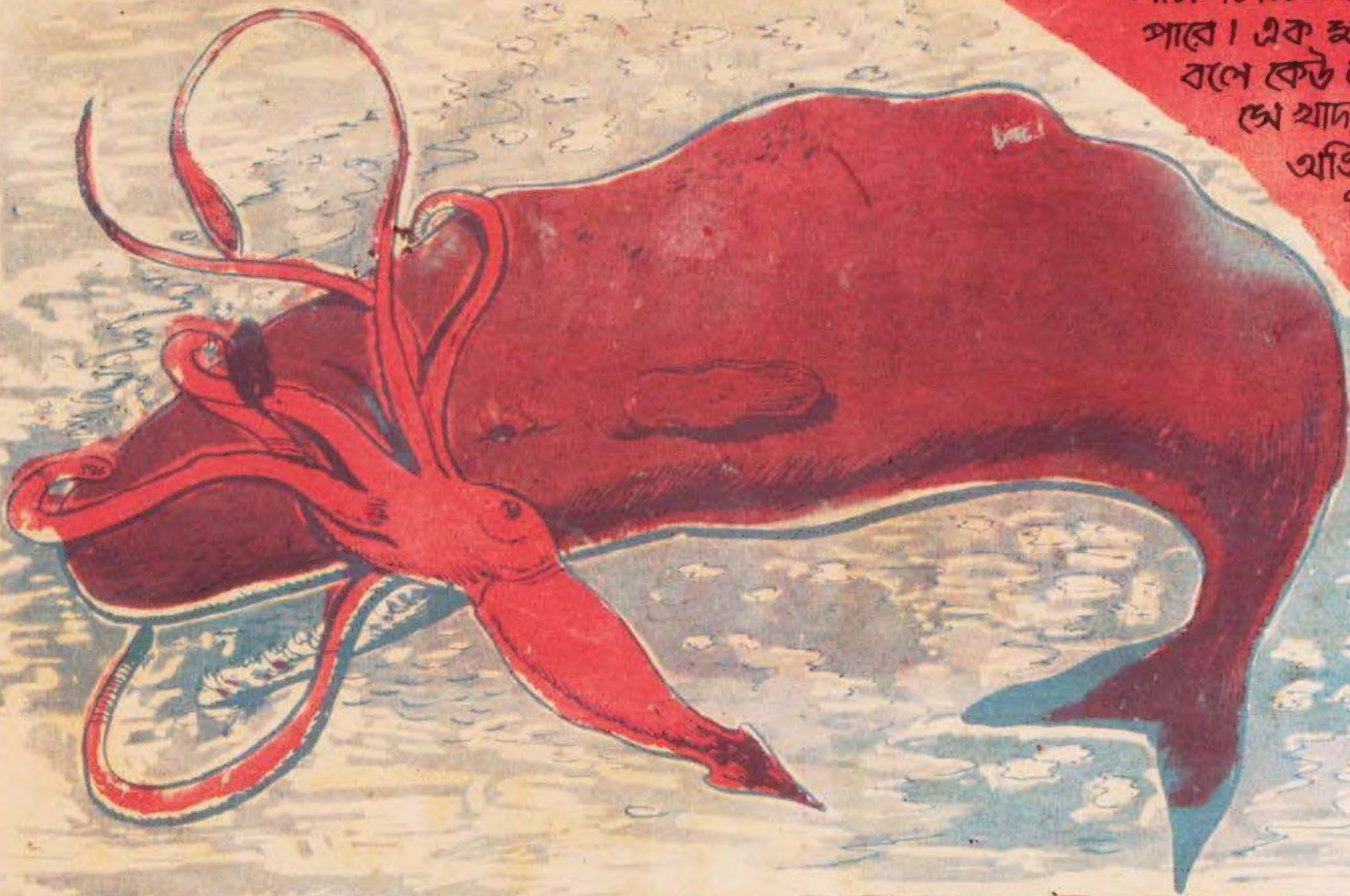
3 brothers | BE

সুশ্রী দাঁতের
পাটীতেই,
মেয়েদের মুখের সৌন্দর্য্য।

COURTSEY W.H.O.

আপনার মুখ–
স্বাস্থ্য ও রোগ
দুইয়েরই
প্রবেশ পথ।

কাজেই বিশেষ
ভাবে উহা কে
রক্ষা করা চাই।

জণ্ডু **ধবলদন্ত**

টুথ পাউডার

আমাদের প্রথম বিজ্ঞানসম্মত প্রসাধন সামগ্রী উৎপাদন। ইহাতে মুখের দুর্গন্ধ নাশ করে, দাঁতকে মজবুত রাখে, সুদৃঢ় ও সমুজ্জ্বল করে।

দন্তক্ষয় রোগে যদি একটী দাঁত একবার আক্রান্তহয় এবং ঐ দাঁতের চিকিৎসা সময়েনা করা যায়, তাহা হইলে সারাদেহে উহার সংক্রামন হইতে পারে।

জণ্ডু ফারমাসিউটিকাল ওয়ার্কস লিমিটেড
বম্বে-২৫।

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

জন্মদিনের উপহার

পুজোর ছুটির আর মাত্র এক সপ্তাহ বাকি! স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে অশোকের সঙ্গে দেখা হলো রমেশের..

কি ব্যাপার! এতো হাসিখুশী যে রমেশ!

হ্যাঁ ভাই অশোক! কাল আমার জন্মদিন! তোর নিমন্ত্রন রইলো

ধন্যবাদ ভাই! নিশ্চয়ই আসব!

জন্মদিনের উৎসবে...
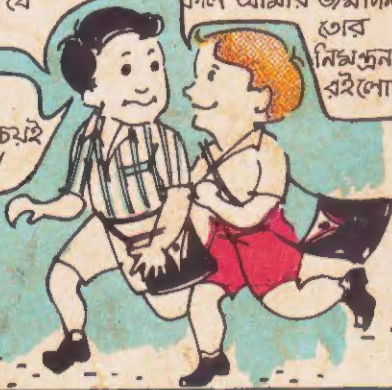
রমেশের কি ভাগ্য! কতো উপহার পেয়েছে!

আর এটাই সেরা! ফ্লীট বল পেন!

শুনেছি ফ্লীট বলপেন খুব কাজ দেয়!

হ্যাঁ লেখেও চমৎকার! একেবারে নির্ঝঞ্ঝাট!

তাছাড়া ফ্লীটের বড় রিফিল-গুলোও চলে আরও কতদিন বেশী।

পরের দিন স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে...
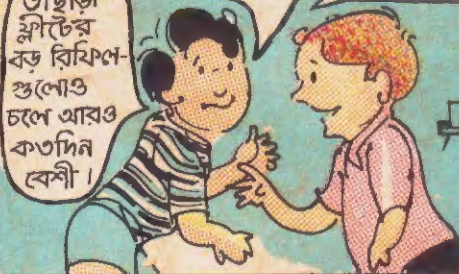
আমার নতুন ফ্লীট বলপেনে লিখতে কি মজা লাগলো ভাই!

আমিও পাবো! আমার সুরেশ মামা আমার জন্মদিনে একটি ফ্লীট বল পেন উপহার দেবেন!

কলম আর গ্লাইকল দেওয়া রিফিল।

ওয়াটুমাল ইণ্ডাস্ট্রিজ প্রাঃ লিঃ,
"ডেলষ্টার", হিউজেস্ রোড, বোম্বাই-২৬।